সংবাদ

তারিখ ... ১৯ JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

ডুমুরিয়ায় সমিতির প্রশ্নে পরীক্ষা

১১ দিনেও অভিযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি

প্রতিনিধি, ডুমুরিয়া (খুলনা)

দুইবারের লিখিত প্রতিশ্রুতি ও সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে ডুমুরিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়া বিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে গত ১১ দিনেও কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলা শিক্ষা অফিসের চাপে ২০১৬ সালে অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দ ও বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষক আর সমিতির করা প্রশ্নে পরীক্ষা না নেয়ার লিখিত অঙ্গিকার করেন। তাছাড়া এ বছরও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এক পত্রে স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের করা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নিতে বলেন। কিন্তু গত ৬ জুলাই থেকে শুরু হওয়া অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় উপজেলার ৬২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০টিতে নিজেরা না করে সমিতির করা প্রশ্নেই পরীক্ষা নেওয়া শুরু করে। তবে ১২টি বিদ্যালয় স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের করা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়। সেই বিষয়টি তুলে ধরে ৭ জুলাই দৈনিক পূর্বাঞ্চল-সহ বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে ডুমুরিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও খুলনা জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক বে-আইনি কার্যক্রম বন্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেন। এখানে উল্লেখ্য গত ৮ জুলাই ডুমুরিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির প্রশ্ন না নিয়ে স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া ১১ প্রধান শিক্ষক যৌথভাবে বে-আইনি কার্যক্রম বন্ধের দাবি জানিয়ে উপজেলা-জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন করেন। কিন্তু গত ১২ দিনে ১১টি পরীক্ষা নেয়া হলেও তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোনো ব্যবস্থাই না নেয়ায় সরকারি নির্দেশ মান্য করা বিদ্যালয়গুলোতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বানিয়াখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এসকে নাসির উদ্দিন বলেন, আমরা ১২টি স্কুল সরকারি নির্দেশ মানলাম। কিন্তু বাকি ৫০টি স্কুল সমিতির করা প্রশ্নে পরীক্ষা নিলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়ায় আমরা ক্ষুব্ধ। কুলটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্ডিদাস মণ্ডল বলেন, সরকার কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় আগামীতে আমাদের পক্ষে আর সমিতির নির্দেশ অমান্য করা কঠিন হবে।

সরকারি নির্দেশ অমান্য করে সমিতির প্রশ্নে পরীক্ষা নিলেও ৫০টি বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েয়ে জানতে চাইলে ডুমুরিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দেবাশীষ বিশ্বাস বলেন, স্কুলগুলো থেকে আমরা তাদের প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করছি। তবে পরীক্ষা বন্ধ করা হচ্ছে না। খুলনা জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক টি.এম জাকির হোসেন বলেন, ওদের সবার বিরুদ্ধে শোকজ হবে। জবাবদিহি করতেই হবে। আর আমি ব্যবস্থা নেব।

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..........
তারিখ..........
চীফ, ...
চীফ, ডি.এল.পি ...
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর